নিভৃত পল্লীর পথে

জামিল হাসান সুজন

ভবানীগঞ্জের বাজারে এসে যখন পৌঁছালাম তখন শেষ বিকেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে এই চরাচরে। রিকশা ভ্যান স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু রিকশাভ্যান চালক, উদ্বিগ্ন ও আগ্রহী চোখে তারা শেষ বেলার যাত্রী খুঁজছে। আমি চোখের ইশারায় এক কিশোর চালককে ডাকলাম। সে দৌড়ে এসে বললো,'সার যাবেন ?' আমি বললাম,'হ্যাঁ। বড় বিহানলী বাজারে যাব।' সে একটু চুপ করে থেকে বললো,'আমি তো আরো একটু দূরে য্যাতে চ্যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, আপনাক্ বাজারে না নামায়া সড়কের ধারে নামায়া দিলে হবেনা? দু মিনিটের হাঁটা পথ।' আমি বললাম,'অসুবিধা নাই।'

সে রওনা হওয়ার মুখে কে একজন ডেকে উঠলো, 'বাড়িত্ যাচ্ছু ক্যা?' তাকিয়ে দেখলাম একজন বৃদ্ধ। ছেলেটি খুশিভরা চোখে বললো,'যাবেন?' বৃদ্ধটি বিড় বিড় করতে করতে আমার পাশে এসে বসলো,শীর্ণকায়া, চোখ কোটরাগত, পরনে জীর্ণ শার্ট আর লুঙ্গী। সে বলছিল, 'গেছিলাম ভটখালি, মাগুর মাছ কিনবার চাচ্ছিলাম, এমুন ছোট- দেখ্যা কিনিনি।' ছেলেটি হেসে বললো, এই সুমায় মাগুর মাছ বড় পাবেন কোথায়, এখন তো সিজিন না।' দু জনে প্রাণ খুলে গ্রাম্য জীবনের আলাপচারিতায় মেতে উঠলো। আমি চুপচাপ তাদের কথা শুনছিলাম। রিকশা ভ্যান পাকা রাস্তা ধরে চলেছে। আগে এটা ছিল মাটির রাস্তা। রাস্তার দু ধারে বিস্তৃত বিল, জলাভূমি আর ধানের ক্ষেত। পশ্চিমাকাশে সূর্য দেব অস্তে নেমেছেন। লাল আর ধুসর রং এর আবীর ছড়ানো আকাশ জুড়ে। বৃদ্ধ আর কিশোরের আলাপচারিতা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। হঠাৎ আমার মোবাইল ফোন টা বেজে উঠায় ওরা কথা বন্ধ করে দিল। এই নিঝুম গ্রামে মোবাইল ফোনের নেট ওয়ার্ক আছে দেখে অবাক হলাম। ফোনালাপ শেষ হলে এই প্রথম বৃদ্ধটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু দেখলো। তারপর বললো, 'আপনি যাবেন কোথায়?'
'বড় বিহানলী' আমার হয়ে উত্তর দিল কিশোর ভ্যান চালক।
' এখানে আসছেন কি সরকারী কাজে?' আবারও বৃদ্ধের প্রশ্ন।
'না'।
'বড় বিহানলী কার কাছে যাবেন?'
'মামুন দেওয়ানের কাছে'
'কোন্ মামুন - বিহানলি বাজারে যার ওষুধের দোকান আছে?'
'জ্বী'
'ওর বাড়িতো মুরলী পাড়া গ্রামে'।
'জ্বী- আপনি চিনেন?'
' চিনবোনা ক্যান? বয়স তো কম হলোনা। এই অঞ্চলের ব্যাবাক মানুষকে চিনি।' একটু থেমে যোগ করলো, আহারে অর বাপ খুব ভাল মানূষ ছিল- মারা গেছে।' ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। তারপর আবার প্রশ্ন, 'আপনি থাকেন কই- রাজশাহী?'
'না'
'ঢাকায়?'
'না'
বৃদ্ধ অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলো। আমি বললাম, 'আমি বিদেশে থাকি।'
'কোন দেশ - সৌদি আরব না আমেরিকা?'
'আমি অস্ট্রেলিয়া থাকি।'
বৃদ্ধ নিজের মত করে অস্ট্রেলিয়া শব্দটি উচ্চারণ করল তারপর আর কোন কথা না বলে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমেছে নিভৃত পল্লীতে। গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত পথ ধরে অনায়াস ভঙ্গীতে এগিয়ে চলেছে

আমাদের দ্বিচক্র যান।

নীরবতা ভেঙ্গে বললাম,‘ দেশের অবস্থা তো খুব খারাপ। হরতাল অবরোধ। আপনাদের এখানে কি অবস্থা?’
বৃদ্ধ একটু থেমে বললো, ‘আমাদের গ্রাম দেশে অত কিছু বুঝা যায়না বাপু। ওগ্‌ল্যা লিয়া আমরা চিন্তাও করিনা। ভোট আসুক, ভাল কর্‌য়া বুঝায়া দিব ভোট কারে বুলে?’ ঘৃণা আর অবজ্ঞায় কাউকে যেন শাপ শাপান্ত করলো সে। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী শহরের এক রিকশা চালকের কথা মনে হল আমার, যার কণ্ঠেও একই ঝাঁঝ লক্ষ্য করেছিলাম। সে বলছিল,‘খালি ভোট চাহাতে (চাইতে) আসুক, মামুর বুটাখে ভোট কাখে বুলে বুঝিয়া দিব।’

বেশ কিছু সময় নীরব থাকার পর বৃদ্ধ আবার কথা বলে,‘দেশ লিয়া ভাবিনা। কি দরকার ওইসব ভাবনা চিন্তার ? এখন বাড়িত্ য্যায়া ড্যাল দিয়্যা ভাত খাবো, নামাজ পড়্যা শুয়্যা থাকবো।’এই নিশছিদ্র অন্ধকারে গ্রামের সহজ সরল এই বৃদ্ধের কথায় জীবনের অনায়াসলব্ধ সুখের চিত্র ফুটে উঠলো। সম্প্রতি ‘ইত্যাদি’ অনুষ্ঠানে একটি চমৎকার প্রতিবেদন দেখানো হল। হল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এসেছে বেশ কয়েকজন হতাশাগ্রস্থ যুবক। তারা এই দারিদ্র পীড়িত দেশটিতে এসেছে সুখের সন্ধানে, জীবন দর্শন পালটাতে। প্রত্যন্ত একটি গ্রামে তারা বেশ কিছু দিন বাস

ছবিঃ কর্ণফুলী

করেছে, নিজেরা বাজার করে রান্না করে খেয়েছে, গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার সাথে মিলে মিশে তাদের সুখ দুঃখ খুব কাছ থেকে অবলোকন করেছে। শ্রমিক মজুরদের সাথ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। পরিশেষে তাদের আত্ম উপলব্ধি খুবই ইতিবাচক। তারা বলেছে, ‘এত দরিদ্র , খেটে খাওয়া এবং কষ্ট সহিষ্ণু মানুষগুলোর সুখী হওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের জীবন দর্শন পালটে গেছে। এই দেশের মানুষ জন অত্যন্ত আন্তরিক, অমায়িক এবং অতিশয় ভদ্র। আমরা অভিভূত।’

আমি ধনী একটি দেশে বাস করি। ধন মান এবং সুখের আশায় আমরা এই দেশটিতে এসেছি। আমার আশে পাশের পরিচিত মানুষের চিন্তা চেতনার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে অর্থ উপার্জন। দেশে বাড়ি করেছেন, এখানে বাড়ি কিনেছেন,

লন্ডন অথবা দুবাইয়ে বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন। এও যেন এক নেশার মত। কোথায় তার চুড়া কেউ জানেনা। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলদেশের খবরগুলো থেকে হর হামেশাই জানতে পারছি আমাদের মহামান্য নেতা মন্ত্রী ও বড় কর্মকর্তাগণ কি পরিমাণ টাকা দিনের পর দিন লুন্ঠন করেছেন। দেশী বিদেশী ব্যাঙ্কে,বাসায়, বালিশের মধ্যে, বিছানার নীচে যে যেখানে পেরেছেন মজুত করেছেন। খুব জানতে ইচ্ছে করে, একজন মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য কত টাকার প্রয়োজন!অর্থের নেশা মানুষকে কোথায় নিয়ে পৌঁছায় সেটাও একটা দেখার বিষয়। সেই একই দেশে রয়েছে বিপরীত মেরুর কিছু মানুষ এবং যাদের সংখ্যায় বেশী- জীবনের কাছে যাদের চাওয়া পাওয়া খুব সামান্য- এবং যাদের বেশিরভাগই আমার দেখা সেই বৃদ্ধের মত পরম নিশ্চিন্তে বলে,'বাড়িত্ যায়্যা ড্যাল দিয়া ভাত খাবো, নামাজ পড়্যা শুয়্যা থ্যাকবো।'

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ১০/০৭/২০০৭

লেখকের আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকা মারুন